৫৪

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JAN 1997
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৮

১৪ এর পাতার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগে বিশৃংখল অবস্থা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ নিয়োগ বিধি বহির্ভূতভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অপসারণ এবং দুর্নীতি দমনে গঠিত বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না করায় ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট প্রধান অফিসের প্রশাসনে স্থবিরতা ও বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে মোঃ রুহুল আমিনের অবৈধ নিয়োগ, তার অযোগ্যতা, দুর্ব্যবহার এবং দুর্নীতির জন্য এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতি দাবী করেছে। ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতিতে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রকৌশলী এস এস এম এ মান্নান মন্ত্রণালয় বরাবর উক্ত কর্মকর্তার বদলীর জন্য লিখিত সুপারিশ করেছেন।

জানা যায়, মোঃ রুহুল আমিন ১৯৮৭ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এম মমিন উদ্দীনের এপিএস

১৪ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথম পৃষ্ঠার পর

হওয়ার সুবাদে বিধি-বহির্ভূতভাবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব ঘাটিয়ে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে প্রশাসনিক পদে অবৈধ নিয়োগ লাভ করেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গেজেটের ১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে যোগ্যতমকে পদোন্নতির মাধ্যমে এ পদ পূরণ করা হবে। যোগ্য কোন সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা না থাকলে সেক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগ দেয়া যাবে। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী না হয়েও সরাসরি নিয়োগ পেয়ে যান।

রাজনৈতিক প্রভাবে চাকরিতে যোগ দিয়েই তিনি অধস্তনদের সাথে দুর্ব্যবহার এবং নানানভাবে হয়রানি করতে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ১৯৯২ সালে ৭ এপ্রিল তিনি অফিসের কর্মচারী মোঃ সফিকুল ইসলামকে নির্মমভাবে প্রহার করলে কর্তৃপক্ষ তাকে নায়েম অফিসে হিসাবরক্ষণ অফিসার পদে বদলী করে। সেখানেও তিনি দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের কারণে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন। তৎকালীন শিক্ষা সচিব এম এরশাদুল হক ১৯৯২ সালের ১৭ নভেম্বর দুর্নীতির রিপোর্ট প্রমাণিত হওয়ায় তাকে বরখাস্ত করেন। এরপর তদ্বীর করে সে ১৯৯৪ সালে ২৭ আগস্ট ডিমোশন নিয়ে স্টোর কিপার হিসাবে খুলনা জোনাল অফিসে বদলী হয়। পুনরায় চাকরির নিশ্চয়তা পাওয়ায় উক্ত কর্মকর্তা সেখানে যোগদান না করে কৌশলে বিগত বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পুনরায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে যোগদান করেন। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে যোগ দেয়ার পর থেকে তার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উঠতে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে গত বছর ২৪ জুলাইতে তার বিরুদ্ধে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। স্বল্প সময়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা থাকলেও অদ্যাবদি রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে না।।

এহেন পরিস্থিতিতে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য অবিলম্বে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা জরুরী।